নৃবিজ্ঞান পত্রিকা, সংখ্যা ৭, পৃ: ১০৩-১১০
© ২০০২ নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

প্রগতির ধারণা

-টিওডোর শানিন*

নিলু'র প্রশ্নের উত্তরে

প্রগতির ধারণা হচ্ছে সাম্প্রতিক সামাজিক বিজ্ঞানের সতের হতে উনিশ শতকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত প্রধান দার্শনিক সম্পত্তি। ধারণাটি সেক্যুলার। এটি মধ্যযুগীয় মন-মানসিকতা যেটি অনুসারে সব কিছুকে ঈশ্বরের হুকুম হিসেবে ব্যাখ্যা করা হত, সেটিকে ত্যাগ করে প্রসারিত করে একটি শক্তিশালী এবং সর্বব্যাপৃত অধি-তত্ত্ব যেটি মানবতার জীবদ্দশার -অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ-সকল কিছুকে সাজায় এবং সেগুলোর তাফসির [interpretation] দাঁড় করায়। এই প্রত্যয়টির আকর, এবং এটি হতে উৎপত্ত বিষয়সমূহ এবং এটির সঙ্গে সংযুক্ত ইমেজসমূহ হচ্ছে অত্যাধিক সহজ এবং সোজাসাপ্টা গোছের। কিছু সামান্য অস্থায়ী পথবিচ্যুতি বাদে, সকল সমাজসমূহ স্বাভাকিভাবে, সংগতভাবে 'উপর' এর দিকে অগ্রসরমান; দরিদ্রতা, বর্বরতা, স্বৈরতন্ত্র এবং মূর্খতা হতে ঐশ্বর্য, সভ্যতা, গণতন্ত্র এবং যুক্তিশীলতা'র দিকে, যেটির সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে বিজ্ঞান। আবার এটির চলন-বিশিষ্টতার অসীম বৈচিত্র, এবং মনুষ্য শক্তিসমূহ ও অর্থনৈতিক সম্পদের অপচয় হতে এমন একটি বিশ্ব যা কিনা সর্বোচ্চ যুক্তিশীল ব্যবস্থা'র মাধ্যমে একত্রীভূত এবং সরলীকৃত — উল্টানো সম্ভব নয়। এবং এ কারণেই এটি হচ্ছে খারাপ হতে ভালো, নির্বুদ্ধিতা হতে জ্ঞানের দিকে চলন। এই বারতাকে এটিই দেয় একটি নৈতিক প্রতিশ্রুতি, এটিকে করে তোলে আশাব্যঞ্জক, এটিকে দেয় এর সংস্কারমুখী 'ধাক্কা'। বহুবিধ অগ্রসরতা'র আন্তঃনির্ভরশীলতার প্রকৃতি-অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ইত্যাদি-মৌলিক পার্থক্য এবং তর্কবিতর্কের বিষয়ে পরিণত হয়; উদাহরণস্বরূপ, কোনটি প্রধান চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করেছে: যুক্তিশীলতার বিকাশ নাকি উৎপাদনের শক্তিসমূহ? যে প্রসঙ্গটি সাধারণত প্রশ্নাতীত থেকে গেছে সেটি হচ্ছে প্রগতির প্রধান যাত্রাপথের আবশ্যিক পরম্পরা এবং/অথবা ধাপ অনুসারে রচিত মূল ইতিহাস; এটি একটি সাংগঠনিক মূলনীতি হিসেবে কাজ করেছে যেটির উপর আর সকল তাফসির ভর করেছে।

এটি স্বীকার করা জরুরী যে প্রগতির ধারণা-কেবলমাত্র এটির প্রত্যয়গত যন্ত্রপাতি নয়, এটি যে মূল্যবোধ, ইমেজ, এবং অনুভূতিসমূহ আকর্ষণ করেছে সেগুলোও-

---

*Teodor Shanin, "The Idea of Progress," in Majid Rahnema edited, with Victoria Bawtree, The Post-Development Reader, Dhaka: University Press Limited, 1997

দার্শনিককুল এবং দার্শনিককারী পন্ডিতসমাজে সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং এটি সমসাময়িক সমাজসমূহের সকল স্তর ভেদ করে পরিণত হয় সাধারণ বুদ্ধি'তে। এবং সেই অর্থে, এটি হয় চ্যালেঞ্জ প্রতিরোধকারী। ফলে, যখন কোন বাস্তব অভিজ্ঞতা সেই দৃষ্টিকে চ্যালেঞ্জ করে (যেটি প্রায়শই ঘটেছিল), সেই প্রমাণাদিকে সাধারণত দৈবাৎ কিংবা অন্তবর্তীকালীন বলে পাশে সরিয়ে রাখা হয়। প্রগতিতে আস্থা এবং সেটির কর্মফল থেকে যায় অটুট। ফ্যাশন অনুসারে শব্দের বদল ঘটে: 'প্রগতি,' 'আধুনিকায়ন,' 'উন্নয়ন,' 'বিকাশ,' এবং ইত্যাদি। একইভাবে, বৈধতা দানকারী যুক্তিও পাল্টায়: 'সভ্যতা আনয়নকারী ব্রত,' 'অর্থনৈতিক কার্যকারিতা,' 'বন্ধুসুলভ পরামর্শ'। এ সত্ত্বেও, এটির মূল বার্তা টেকসই।

প্রগতির ধারণার শক্তিমত্তা-যেটি নির্দেশিত এ ধারণার জনপ্রিয়তা দ্বারা এবং এর আপাত সম্ভাব্যতা দ্বারা, যেগুলো দুই শতক ধরে টিকে রয়েছে-নিয়ে আলোচনা হোক আগে, তারপর বিবেচিত হোক মনুষ্য ভাবনা এবং কার্যে এর প্রভাবের বিষয়টি। এই ধারণাটি আংশিকভাবে প্রতিফলিত করে তথাকথিত 'শিল্প বিপ্লব' এর সূত্রপাত এবং এই জয়োল্লাসীয় বিশ্বাসের প্রথম উচ্ছাস যে, সীমাহীনভাবে বৃদ্ধিরত বস্তুগত দ্রব্যের অসীম উৎপাদন মানবতাকে করবে সুখী। কিন্তু আমি বলতে চাচ্ছি গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও একটি উপেক্ষিত কথা। সেটি হলো, প্রগতির ধারণা উৎসারিত হয়েছিল ইউরোপীয়রা পরবর্তীতে যেটিকে 'আধুনিকতা' নামে ডাকে সেটির জন্মলগ্নে তারা যে প্রধান দুটি ধাঁধাঁর সম্মুখীন হয়েছিল সেগুলোর দ্ব্যর্থক, এবং তা সত্ত্বেও, রচয়িতা এবং ভোক্তাদের কাছে, আশ্চর্য রকম তৃপ্তিদায়ক সমাধানের মাধ্যমে।

প্রথমটি ছিল মনুষ্যত্বের বৈচিত্র্য বিষয়ে দ্রুত বৃদ্ধিরত সাক্ষ্যপ্রমাণাদি। মানব আন্তক্রিয়ায় কি স্বতঃসিদ্ধ এবং 'স্বাভাবিক,' এবং সমাজ কিভাবে বিন্যস্ত, এ বিষয়ে প্রতিষ্ঠিত পূর্বানুমানসমূহের ভীত ছিল ''নিজেদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়'' এর মত সহজ-সরল উপায়। ইউরোপীয় ভ্রমণকারী এবং বিজয়ীকারীরা যখন নতুন দেশ, নতুন জনগোষ্ঠী এবং নতুন জীবনধারণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেন, তখন পুরাতন পূর্বানুমানগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়। সভ্য বনাম বর্বর (কিংবা খ্রিস্টান বনাম নাস্তিক) এর পুরাতন প্রত্যয়গত দ্বিবিধতা প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার পরিমাণ কোনভাবেই সামাল দিতে পারছিল না; তা দ্বারা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছিল। মানব সমাজের যে অসীম এবং ক্রমবর্ধমান বৈচিত্র্য উপলব্ধ হয় সেটিকে বুঝতে কিংবা অন্তত এমনভাবে স্তরবিন্যস্ত ও বর্গীয়কৃত করতে হবে যা কিনা আবিষ্কারকদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।

ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা ইউরোপের স্যেকুলার মানসের নিকট দ্বিতীয় যে ধাঁধাঁটি উপস্থাপন করে সেটি ছিল সময়ের পরিবর্তনশীল উপলব্ধি। লিখিত ইতিহাসের

অধিকাংশ সময়কালে, এ পরিসরের প্রধান মডেল ছিল চক্রাকারভিত্তিক: জৈবিক রূপক যথা যৌবন, পূর্ণতাপ্রাপ্তি, বার্ধক্য এবং মৃত্যু সমাজ এবং সাম্রাজ্যসমূহ সম্পর্কিত মনুষ্য উপলব্ধি সংগঠিত করে; ধর্ম এবং উপকাহিনীতে অবিরাম ফিরে-আসার পুরাণ ছিল বিদ্যমান।[i] সে মডেল মোতাবেক, সমাপ্তি ছিল শুরু; এবং যদিও মানুষ ও সমাজ সে অনুসারে জীবন যাপন করত, এই ধরনের জগতের কাঠামো এবং অপরিহার্য বিষয়াবলী থাকত অক্ষত-প্লুটার্ক কিংবা সিসেরো আঠারো শতকের শিক্ষিত মানুষের কাছে অতখানি সাচ্চা ঠেকত যতখানি তাঁরা ছিলেন তাঁদের নিজেদের সমসাময়িকদের নিকট। তা সত্ত্বেও, আমরা এখানে যে যুগের কথা আলোচনা করছি, সেটিতে একটি নতুন পর্বকালের সূর্যোদয় উপলব্ধ হচ্ছিল। সময়ের পুরাতন ইমেজসমূহ এবং ঘটনাবলীর প্রাকৃতিক পুনরাবৃত্তি তাদের বিশ্বাসযোগ্যতা হারায়। সমাপ্তি কিন্তু আর শুরু নয়, এটি অন্য কিছু: সময়ের রৈখিক উপলব্ধি এবং একটি এ-অব্দি অজানা ভবিষ্যতে সেটির মোড়-পরিবর্তন, প্রকাশ করে সেটি যেটি বহু শতক পর ইউরোপের ‘উড্ডয়ন’ [take-off] পর্ব ডাকা হয়। এটি ছিল হতবিহ্বলতার সময়।

দুটি মহা ধাঁধাকে সংযুক্ত করে যে নাটকীয় সমাধান সৃষ্ট হয় সেটিই ছিল প্রগতির ধারণা। বৈচিত্র্য কেমনে উৎপন্ন হয়? বিভিন্ন সমাজের বিভিন্ন বিকাশের পর্ব দ্বারা। সামাজিক পরিবর্তন কি? বিভিন্ন সামাজিক ধরনের অত্যাবশ্যকীয় অগ্রসরতা। সামাজিক তত্ত্বের কাজ কি? কি কি স্বাভাবিক ধাপ পেরিয়ে অতীত হতে বর্তমানে যাওয়া যায় তা বুঝতে সাহায্য করা। একজন আলোকিত শাসকের দায়িত্ব কি? পন্ডিতদের প্রাপ্তিসমূহ কাজে লাগানো এবং জরুরী ‘অগ্রসরতা’ [advance] তরান্বিত করা। এবং, যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিসমূহ সেটিতে বাধা প্রদান করে সেগুলোকে থামানোর চেষ্টা করা। মনুষ্য প্রচেষ্টার জটিল জগতে এই নতুন দিক-নির্ণয় এই বিশ্বাসে বিশাল প্রতিশ্রুতি এবং আশাবাদীতা বয়ে আনে যে, একবার বুঝে ফেলার পর, মনুষ্য বিশ্বকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংস্কার করা সম্ভব হবে। অর্থাৎ, আবশ্যিক এবং নৈর্ব্যক্তিক জ্ঞানকে হিসেবের মধ্যে আনতে হবে। বিশ্বাস এবং আশাবাদীতা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণ ছিল, যারা প্রগতির ধারণা প্রথমে গ্রহণ করে তারা নিজেদের উপলব্ধিগুলোকে এযাবৎকালের সর্বোৎকৃষ্ট অর্জন হিসেবে পেশ করে, এবং ফলত ভবিষ্যতের চেহারা সমগ্র মানবতার কাছে তুলে ধরে-সকলের দৃষ্টান্ত হিসেবে, সকলের স্বাভাবিক নেতা হিসেবে। এটি এই ধারণাটিকে প্রচন্ডরূপে দাম্ভিক করে তোলে।

একটি জটিল মানব জগতে, দিক-নির্ণয়ের প্রধান উপায় হিসেবে প্রগতির ধারণা যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সেটির আপন প্রাণ সঞ্চারিত হয়। এটি প্রবলভাবে ‘শিল্প বিপ্লব’ ও নগরায়নের সঙ্গে আন্তক্রিয়ারত হয়। একইভাবে হয় উপনিবেশবাদের সম্প্রসারনের সাথেও। এ কারণে কিছুকালের জন্য সেগুলোর প্রায় মেটাফিজিকাল

অর্থ তৈরী হয়- একরৈখিকতা এবং আবশ্যিকতার ইমেজ যেটি একইসঙ্গে মানব ইতিহাস উন্মোচনে সর্বজনীনভাবে সঠিক এবং ইতিবাচক। জগতের জ্ঞান সে মোতাবেক বর্গীকৃত হয়: কিছু সমাজ 'উন্নত,' অন্য সকল সমাজ 'অনুন্নত,' তাদের প্রয়োজন সাহায্য, অভিভাবকত্ব, এবং ইত্যাদি। 'অগ্রসর' সমাজ বাদবাকি সমাজগুলোকে দেখাচ্ছে তাদের নিজ ভবিষ্যৎ। যুক্তিতর্ক হচ্ছিল সঠিক মাপকাঠি এবং 'উন্নয়ন' এর চাবিকাঠি নিয়ে, বিদ্যমান বিভাজনের গুরুত্ব নিয়ে নয়। এটি বিবিধ রাজনৈতিক কল্পশক্তিতে ঢোকে, এবং সময়ের সাথে সাথে, সামাজিক বিজ্ঞানের নব্য সৃষ্ট বিদ্যাজাগতিক শাস্ত্রসমূহে আবর্তিত হয়- সমাজ বিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, অর্থনীতি-আধুনিকীকরন তত্ত্বাকারে, 'উন্নয়নের কৌশল,' এবং 'প্রবৃদ্ধি'র প্রকল্পরূপে। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের কাউটস্কীয় মার্ক্সবাদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বাধ্যবাধকতামূলক মতাদর্শ [obligatory ideology] হিসেবে শেষ-মেষ সেটির একটি তরজমা গ্রহণ স্পষ্ট করে তোলে প্রগতির ধারণার অধি-গুরুত্ব, পার্টির ভিন্নতা নির্বিশেষে। জিজ্ঞাসা করার মত কেবলমাত্র এ প্রশ্নসমূহ ছিল: কে সবচাইতে প্রগতিবাদী? কে হবে অপর সকলের অনুসরনযোগ্য? কোন্ ইউটোপিয়া মনুষ্য প্রশান্তি বয়ে আনবে?

প্রগতির ধারণার প্রভাব (যেটি আধুনিকায়ন তত্ত্ব, উন্নয়ন কৌশল, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির কৌশ এবং ইত্যাদি'তে বিজড়িত ছিল) ত্রিবিধ: একটি সাধারণ দৃক-নির্ণয়কারী উপায়ন্তর হিসেবে; সংঘবদ্ধকরনে [mobilization] একটি শক্তিশালী যন্ত্র হিসেবে, এবং মতাদর্শ হিসেবে। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, সামাজিক বাস্তবতার তাফসির প্রদানে-মানব বাস্তবতার জটিলতা বিন্যস্তকরন, বর্গীকরন, এবং উপলব্ধিকরন-এটির অবদান হচ্ছে যে এটি অনন্ত তথ্য বিস্তৃতি সামাল দিতে পেরেছে। এটি আন্তঃসম্পর্ক, এবং পরিলক্ষিত সামাজিক পরিবর্তনের কারণসমূহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বুঝতে-পারাকে উৎসাহিত করেছে নানাবিধভাবে। অধিকন্ত, এটি সামাজিক পরিকল্পনাকে সম্ভব এবং বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সম্মানজনক করে তুলেছে। কিন্তু শুধু তাই নয়, সেটিকে অপরিহার্য করে তুলেছে। সেটি সম্ভব হয়েছে কারণ, ইতিহাসের নৈর্ব্যক্তিক-অর্থাৎ, প্রতিষ্ঠিত, জরুরী, এবং পুনরাবৃত্তিমূলক-নিয়মানুবর্তিতা হচ্ছে প্রগতির ভিত্তি, যাতে বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদগণ একে করে তুলতে পারেন গাণিতিক ও কমপিউটারিক। সে মোতাবেক, এটি হয়ে উঠেছে একটি বিশাল 'উদ্দীপনা প্রদানকারী' নীতিমালা, এবং প্রতি-নীতিমালা। একইসঙ্গে, এটি এর অনুসরনকারীদের ভক্তি এবং প্রস্তুতভাবাপন্নতাকে সংঘবদ্ধ করেছে যারা অনেক কিছু ত্যাগ করার জন্য প্রায় প্রস্তুত ছিলেন-মাঝে-মাঝে খোদ জীবনও-যাতে আবশ্যিক এবং গৌরবোজ্জ্বল ভবিষ্যতের অনিবার্য আগমন দ্রুত করে তোলা যায়।

প্রগতির ধারণা, এটির নানান প্রকরন'সহ, একটি গুরুত্বপূর্ণ মতাদর্শে পরিণত হয়েছে-যেটি যুথবদ্ধ জ্ঞান তৈরীতে অন্তরায় সৃষ্টি করে। কিছু দূর পর্যন্ত এটি পরিণত

হয়েছে কু'ন সংজ্ঞায়িত 'স্বাভাবিক বিজ্ঞান' এ, যেখানে একবার প্রতিষ্ঠিত হলে একটি জ্ঞানের পরিসর নিজ জিজ্ঞাসা সংজ্ঞায়িত করে। এবং, এমন সকল প্রশ্নসমূহ এবং সাক্ষ্যপ্রমাণাদিকে, যেগুলো সেটির নিজ পূর্বানুমানের সঙ্গে মেলে না, অবৈধ প্রতিপন্ন করে দুরে সরিয়ে রাখে[ii] কিন্তু কেবলমাত্র সেটি নয়। তার কারণ হচ্ছে উন্নয়ন বিশেষজ্ঞ এবং নির্মম রাজনীতিবিদ, উভয়েই প্রগতির সেবাকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈধতাপ্রদানকারী যুক্তি হিসেবে ব্যবহার করেন এবং, এমন সব কিছুকে, যেটি তাদের দর্শনের সঙ্গে মেলে না-অভিমত এবং মানুষ দুটোই-তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করেন। তারা নিজেদের প্রদান করেন ক্ষমতা, মর্যাদা এবং স্বচ্ছলতার বিশাল সুবিধাদি। ততক্ষণে অধিকাংশ মানুষ হয়ে উঠে নাড়া-চাড়া করার বস্তু (অবশ্য, তাদের নিজেদের ভালোর জন্যই)। একটি বিশেষ ধরনের বিশেষজ্ঞ ঢং তৈরী হয়: বেপরোয়া, স্মার্ট, বিচ্ছিন্ন। বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার স্বার্থে প্রগতির লক্ষ্যমাত্রা সংখ্যাগুরু জনগোষ্ঠী হতে বাছাই করার অধিকার কেড়ে নেয়; এমন কি, কেন তাদের নিজ অভিজ্ঞতাকে ক্রমশ নাসূচক করা হবে, সে উপলব্ধিটিও। একের পর এক পরিকল্পনা দুর্ঘটনা ঘটে, এবং পরিকল্পকবৃন্দ নিজ পদোন্নতি গ্রহণ করে অন্যত্র চলে যান।

প্রগতির ধারণার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ 'বস্তুগত' পরিবেশন এবং যন্ত্র হচ্ছে আধুনিক রাষ্ট্র। জাতির প্রতিনিধি হিসেবে এটির রয়েছে বৈধতা, রয়েছে আমলাতান্ত্রিক যুক্তিশীলতায় দাবী। মানুষজনকে ব্যবস্থাপিত করার নৈর্ব্যক্তিক জরুরী উপায়সমূহ এর জানা। রাষ্ট্রের কৌশলসমূহ প্রগতির ধারণার উপর ভর করে ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত: সুবিধাদি বন্টন ও উপায়-উপকরণ বাধ্যতামূলকভাবে প্রযুক্ত করার ক্ষমতা। ক্ষমতার লড়াই এবং বিকল্পের সম্ভাবনা ক্রমশ স্বার্থ সংরক্ষনকারী দলের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর, এবং সেটির হস্তক্ষেপ ও বলপ্রয়োগকারী ক্ষমতার উপর, নিয়ন্ত্রন স্থাপনের লড়াইয়ে পর্যবসিত হয়। কিন্তু সেটিকে গোপন করে লড়াইটিকে পরিবেশন করা হয় প্রগতির নৈর্ব্যক্তিক নিয়মাবলীর কি কি তাফসির করা যেতে পারে সেটি-সংক্রান্ত একটি বিতর্ক হিসেবে। 'প্রগতি,' 'উন্নয়ন,' 'প্রবৃদ্ধি,' ইত্যাদি, ইত্যাদি রাষ্ট্রদশা [statehold], শাসনের সামর্থ, এবং সুযোগ-সুবিধাদি বিদ্যমান থাকার প্রধান মতাদর্শিক যুক্তি হয়ে উঠে। সে অর্থে, প্রাক-১৯৯১ পূর্ব-পশ্চিম বিভাজন বেশ লক্ষণীয়ভাবে সীমিত ছিল, যে কারণে ঠান্ডা লড়াইয়ের অবসানের পর খুব অল্পই পরিবর্তিত হয়েছে। বহুজাতিকের সম্প্রসারণ কিংবা বিশ্ব সম্প্রদায়ের দূর্বল অংশের উপর আই এম এফ মারফৎ মার্কিনীদের অপ্রত্যক্ষ স্বৈরশাসন প্রগতি-এবং-রাষ্ট্র দশা'র মতাদর্শে কোন মৌলিক পরিবর্তন সাধন করেনি। এগুলো সুবিধাভোগীদের সুবিধাদিকে এবং দাপ্তরিক যুক্তিশীলতার অভিভাবকদের দ্বারা সাধিত বড়-বড় অযুক্তিশীলতাকে বৈধতা দান করে। এটি আকস্মিক নয় যে পূর্ব এবং পশ্চিম, উত্তর এবং দক্ষিণ' এ বিস্তৃত ক্ষোভ এবং অমান্যতা গভীর এবং তীব্র রাষ্ট্র-বিরোধিতার

আকৃতি ধারণ করেছে। বড় ভাইয়ের ইমেজ,* তার পাশবিক শক্তি প্রয়োগ এবং মানুষের জীবনে তার সর্ব-ব্যাপী উপস্থিতি সেটিকে করে তোলে অসহনীয়। এ বিষয়গুলো এর পূর্বে আর কখনো এত প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেনি, যদিও বিরূপতা সাধারণত উদাসীনতা এবং প্রতি-কৌশলে প্রকাশ পায়, সরাসরি বিদ্রোহে নয়।

সে কারণে, প্রগতির ধারণা শেষ-মেষ নাগরিকত্ব হরণের প্রবল মতাদর্শে পরিণত হয়। এটি প্রায়ই চরম নিষ্ঠুর কর্মসমূহের জন্ম দেয়। এগুলো, 'যারা জ্ঞানী-গুণী' তাদের এলিটদের নিকট, 'দীর্ঘ মেয়াদে গুরুত্বহীন' এবং সেহেতু অনুমোদনযোগ্য-প্রকৃতপক্ষে, একটি কর্তব্য-হিসেবে প্রতীয়মান হয়। হাই-স্পিড সংস্কার প্রোগামগুলোতে যে আশ্চর্যজনক, প্রায় উন্মাদনামূলক সঙ্কল্প নিয়ে প্রগতির ধারণা বাস্তব রূপ ধারণ করে সেটির মিল রয়েছে মধ্য যুগের খ্রিষ্টান ধর্মের সঙ্গে। এটি পারস্পরিক স্নেহ-মমতার বার্তা-ইউরোপীয় সভ্যতার জন্য যেটির ইতিবাচক গুরুত্ব অনস্বীকার্য-রূপান্তরিত হয় একটি নিরঙ্কুশ সত্যে এবং মানব জাতির জন্য সর্বজনীন ইতিহাস-রচনাকর্মে। সেকন্ড কামিং** তরান্বিত করার লক্ষ্যে ক্রুসেডের সাহায্যে সারা বিশ্বে যুদ্ধ এবং হত্যা চালানো হয়। আবার, হোলি ইনকুইজিশন।*** সন্দেহ পোষণকারী এবং অমান্যকারীদের সরিয়ে ফেলে। আবশ্যিক ভবিষ্যতের উদ্দেশ্যে খোদ জীবনকে উৎসর্গ করা হয় এ্যাক্টন' এর কথাগুলোকে শব্দান্তর করে বলা যায়: নিরঙ্কুশ তত্ত্ব (এবং অপরিমিত ও প্রবল উৎসাহ) নিরঙ্কুশভাবে কলুষিত করে তোলে (এবং, যে আশ্চর্যজনক নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয় এটি, সেটি সে কাজের হোতাদের এবং তাদের ভিক্টিমদের, উভয়ের নিকটই গ্রহণযোগ্য করে তোলা হয়)।

প্রগতিবাদীর সীমারেখা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেটি নির্দিষ্ট প্রগতির মডেলের সঙ্গে খাপ খায় না এমন বিস্তৃত তথ্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞানকে কঠোরভাবে পরিসীমিত কিংবা বিলম্বিত করে-সেটি হোক ইসলামী উত্থান, 'সংখ্যালঘু' (যারা ক্রমশ অধিকাংশ জনগোষ্ঠীসমূহের সংখ্যাগুরু), এমন কম্যুনিজম যেটি শোষন করে, পুঁজিবাদ যেটি অর্থনৈতিক উন্নয়ন রুদ্ধ করে, এবং ইত্যাদি। সীমাহীন একরৈখিক প্রবৃদ্ধির ধারণা আমাদেরকে সামাজিক জগতের জটিলতার প্রতি অন্ধ করে ফেলে - বিবিধ এবং সমান্তরাল ধারা যেগুলো স্বল্পস্থায়ী না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে; 'শিল্প-উত্তর' জগতে টিকে থাকা তথাকথিত অন-আনুষ্ঠানিক কিংবা এক্সপোলারি[iii] পরিবার অর্থনীতি। এ ধরনের ধারণা প্রতিবেশ-সংক্রান্ত বিষয়াদির অনুধাবন বিলম্বিত করে। মানুষের আসল ইতিহাস, যেটিতে ধরনের জটিলতা বিবেচিত হয়েছে, যেটি

[*পশ্চিমা বিশ্বে ৬০এর দশক হতে 'বিগ ব্রাদার' বলতে বোঝায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র- *অনুবাদক*।]

[** শ্বে খ্রিস্টীয় ঐতিহ্যে সেকেন্ড কামিং হচ্ছে চূড়ান্ত বিচারের দিনে যিশু খ্রিস্টের পুনরাবির্ভাব- *অনুবাদক*।]

[*** ধর্মগত অপরাধ তদন্তের জন্য রোমান ক্যাথলিক যাজকগণ কর্তৃক গঠিত বিচারসভা - *অনুবাদক*।]

সর্বজনীনকরন এবং সরলীকরনের একটি পূর্ব-সংজ্ঞায়িত প্রক্রিয়ার প্রতি বশ্যতা স্বীকার করবে না, সেটি হারিয়ে যায়। প্রগতি/উন্নয়ন/প্রবৃদ্ধির পরিকল্পনা দমনমূলক আমলাতন্ত্রকে, জাতিক এবং আন্তর্জাতিক উভয়ই, খোলা চেক প্রসারিত করে, বিজ্ঞানের পক্ষে কাজ করার জন্য এবং এমন বিষয়াদিকে নৈর্ব্যক্তিক হিসেবে পরিবেশন করার জন্য যেগুলো আসলে রাজনৈতিক। এর ফলে এমন মানুষজনের কাছ থেকে তাদের বাছাই-শক্তি কেড়ে নেয়া হয় যাদের উপর এ সিদ্ধান্তসমূহ সর্বাধিক প্রভাব ফেলে।

অধি-প্রধান প্রত্যয়ন পলায়নপর হলে যা ঘটে তা এক্ষেত্রেও ঘটছে। নতুন কোন ধারণা প্রগতির ধারণাকে তাৎক্ষণিকভাবে প্রতিস্থাপন করেনি। বরং, গত এক দশকে বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের শর্তহীন আত্মসমর্পন দেখা গেছে: তারা যা বলছেন সেটি এরকম দাঁড়ায়, বর্তমানে আর কিছুকেই সামগ্রিকরূপী ভাবা যায় না। আধুনিকতার সাম্প্রতিক সমালোচনায় এবং উত্তর-আধুনিকেরা এর যে ব্যাখ্যা দাঁড় করাচ্ছেন, আপেক্ষিকতা বাদে আর সবকিছু যেখানে আপেক্ষিক, প্রগতির ধারণা সংঘর্ষের অদ্ভুত চূড়ান্ত পর্বে পৌঁছাচ্ছে নেতি'র মাধ্যমে। তা সত্ত্বেও, 'প্রগতি'র বাগাড়ম্বরতা ততক্ষণ পর্যন্ত গায়েব হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এটি শক্তিশালী দলের স্বার্থ সংরক্ষণ করবে। যারা প্রগতির ধারণার উন্মোচিত প্রভাবসমূহকে নিন্দনীয় মনে করেন, তারা যখন বেশীর ভাগ গা ঢাকা দেন তাদের প্রাইভেট জীবনে, তখন 'জনসাধারণ' তাদের জীবন কাটাতে থাকেন অবোধগম্য বৈশ্বিক 'বাজার', এবং বৈশ্বিক 'বেকারত্ব' এর শংকার ভিতরে একটি পণ্য ও বিনোদনের ভোগবাদী সমাজে, তখন সমাজের কেন্দ্র অধিকতর মনুষ্য অন্তসারশূন্য হয়ে পড়ে।

যারা সেই সামগ্রিক তত্ত্বের মৌলিক ব্যর্থতার মুখোমুখি হতে চান যেটি মানব সমাজ বিগত দুই শতক ধরে অনুসরন করেছে, এবং সেটি করতে চান সমর্পণ না করে, তাদের বোধহয় সেখান থেকে আরম্ভ করা উচিৎ যেখানে সব কিছু খন্ডিত হতে শুরু করে: সামাজিক কাঠামোর মনুষ্য অন্তঃসার এবং গেঁথে-থাকা মতাদর্শের বিষয়াদি- অন্য কথায় বললে, বাছাইয়ের বিষয়াদি। আমরা সকলে সমসাময়িক সমাজে মনুষ্য বাছাইয়ের সীমাবদ্ধতাগুলো জানি। আমাদের আরো ভালোভাবে বুঝতে হবে এবং শিখতে হবে কিভাবে সে সীমাবদ্ধতাগুলোর পরিসীমানাকে কাজ লাগানো যেতে পারে।

(অনুবাদক: রেহনুমা আহমেদ)

(অনুবাদকের টীকা: উপরের তরজমায় চারকোণ-বিশিষ্ট ব্র্যাকেট অনুবাদকের সংযোজন। নেসার আহমেদ' এর সাথে একটি সাম্প্রতিক বৈঠক আমাকে এই প্রবন্ধ তরজমায় উদ্বুদ্ধ করেছে। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। তিনি বাদে ধন্যবাদের দাবীদার হচ্ছেন অনুবাদ পাঠচক্রের সদস্যরা - সায়দিয়া গুলরুখ, আসফিয়া গুলরুখ, সায়েমা চৌধুরী ও মানস চৌধুরী। মানসের পরামর্শ বিশেষভাবে কাজে লেগেছে।)

টীকা

i. M. Eliade, The Myth of the Eternal Return, Arkana, Harmondsworth, 1989; Princeton University Press, Princeton, N.J., 1992

ii. Tk. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, University of Chicago Press, Chicago, 1970.

iii. 'এক্সপোলারি'র জন্য দেখুন, T. Shanin, 'Expolary Economies: A Political Economy of Margins,' Colloquium on Alternative Economies, টরেন্টো, মে ১৯৮৮' তে পঠিত প্রবন্ধ।